দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সবার জন্যে শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলন

বিশ্বের সর্ব প্রথম শিক্ষা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন ১৬ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তানের নেতারা একত্রিত হবেন। তাদের এই মিলিত হবার উদ্দেশ্যে হবে নিজেদের দেশের নাগরিকদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, শিশু মৃত্যু রোধ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে। এই অভূতপূর্ব সম্মেলনে সকল দেশের নেতারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করবে এবং তাদের দেশের নিরক্ষরতার হার দ্রুত কমিয়ে আনতে শপথ নেবে।

ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল–এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার এবং সাক্ষরতা অভিযানের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

বর্তমান ধারা যদি চালু থাকে, তাহলে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জনসংখ্যা বর্তমান ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা থেকে ২০০০ সাল নাগাদ বেড়ে ৩ দশমিক ২৬৫ বিলিয়নে ঠেকবে। শিক্ষাঃ বিশেষত মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমেই এই অবস্থার গতি মন্থর করা সম্ভব। ইউএন–এফপিএ'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডঃ নাফিস সাদিক বলেন, "উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা গেছে যে মহিলাদের শিক্ষাই তাদের প্রজনন উদ্যমতা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। অংশগ্রহণকারী ৯টি দেশে পৃথিবীর ৭০ ভাগ বয়স্ক অশিক্ষিতদের বাস। বিশ্বের অশিক্ষিত শিশুদের অর্ধেকের বেশী আছে এখানেই। ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী এই দেশগুলোতে ৭০ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো পায়নি, যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে ২০০০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৮৩ মিলিয়নে পৌছবে।

"এই শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে নতুন করে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে এই ৯টি দেশের" ইউনেস্কার আন্তঃএজেন্সী শীর্ষ সম্মেলন টাস্ক ফোর্সের প্রধান ভিক্টর অরডোনেজ বলেন "এই দেশ গুলোর অনেকগুলোই গত তিন বছরে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে দেশগুলো তাদের কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবে"।

অঙ্গীকার এবং উদ্বুদ্ধকরণ

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সবার জন্যে শিক্ষাবিষয়ক বিশ্বসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবার জন্যে শিক্ষার প্রতি নতুন করে আস্থা প্রকাশ করবে এবারের শীর্ষ সম্মেলন। একই সাথে এটি আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে সেই লক্ষ্য অর্জনে।

ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জেমস পি গ্রান্ট বলেন, "থাইল্যান্ডের সম্মেলন সবার জন্যে মৌলিক শিক্ষাকে শুধু অধিকারেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং তা প্রতিটি দেশের নিরিখে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত অর্জন করার কথা বলেছে। এই নির্দিষ্ট মাত্রার শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য গ্রহণের ফলে প্রতিটি দেশের মৌলিক শিক্ষার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা এবং আয়োজনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

এবারে শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য হলো ঃ

(১) অংশগ্রহণকারী দেশের নেতারা অঙ্গীকার করবে যে তারা এমন ধরনের বাস্তবমুখী, অর্জনযোগ্য এবং সাহসী কার্যক্রম নেবে যেগুলোকে সহজেই নিরীক্ষা করা যাবে।

(২) দেশগুলো তাদের কৌশল, ফলাফল ইত্যাদি যাতে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।

প্রতিটি দেশের নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সম্মেলনের একটি নিজস্ব লক্ষ্য থাকবে। আর তা হলো সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ছেলেমেয়ের জাতিগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। মহিলা ও মেয়ে শিশুদের দিকে সম্মেলন বিশেষ দৃষ্টি দেবে।

সম্মেলনের আরো লক্ষ্য থাকবে ২০০০ সালে মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার বৈষম্য দূর করা। এই বিষয়টি অনেক দেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাংলাদেশ পূর্নবয়স্ক পুরুষদের ৫২ ভাগ অশিক্ষিত, কিন্তু মহিলারা ৭৮ ভাগ অশিক্ষিত।

অথচ প্রায় সব দেশেই দেখা গেছে, শিক্ষিত মায়েদের শিশুরা অশিক্ষিত মায়েদের শিশুদের চাইতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। শিক্ষিত মায়েদের বাচ্চার সংখ্যাও কম থাকে। যেমন ব্রাজিলের কথাই ধরা যাক। সেখানে অশিক্ষিত মায়েদের গড়ে ৬ দশমিক ৫টি বাচ্চা থাকে। অথচ শিক্ষিত মাদের বাচ্চার সংখ্যা সেখানে গড়ে ২ দশমিক ৫টি। নাইজেরিয়ার গ্রামে দেখা গেছে, কেবলমাত্র মায়েদের শিক্ষিত হবার কারণে শিশু মৃত্যুর হার ২০ ভাগ কমে গেছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বেশীর ভাগ দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, ফলপ্রসূ এবং সকলের আওতার মধ্যে আনা প্রয়োজন। তবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আবার বিশাল ব্যবধানও দেখা যায়। যেমন চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকোতে শিক্ষার সুযোগের অনেকটাই সমাধান হয়েছে। অথচ পাকিস্তানে মাত্র ২৯ ভাগ শিশু স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়।

আবার যেসব শিশু স্কুলে যেতে পারে, তাদের বিরাট অংশই ঝরে পড়ে। যেমন ব্রাজিলে যেসব শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে, তাদের মাত্র ৬৩ ভাগ দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছতে পারে, আর মাত্র ৪৭ ভাগ পৌছতে পারে চতুর্থ ধাপে। সুতরাং, বাচ্চাদের স্কুলে আনা এবং সেখানে ধরে রাখার জন্যে এক বিশাল উদ্যোগের প্রয়োজন। ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জেমস পি গ্রান্ট বলেন, "সবার জন্যে শিক্ষা অভিযানের যে কোন প্রকার কৌশলের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এই নয়টি দেশ এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে সাড়া দেখিয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই।"

মান নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন

যেসব শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে গ্রামের মেয়েরা অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু। অথচ যারা তাদের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করতে পারে না, তারা তাদের অথবা পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না।

"শিক্ষার মান অনেক ক্ষেত্রেই এত নিচু থাকে যে অনেক বছর পড়াশুনা করার পরেও অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান অতি নিম্ন হয়" ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রেডরিকো মেয়র মন্তব্য করেন।

অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশের বেশীরভাগই শিক্ষা ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ। সেখানে গোষ্ঠী কিংবা পরিবারের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সম্পদের সঠিক চিহ্নিতকরণ সেখানে হয় না। উপরন্তু অনেক দেশই তাদের শিক্ষার চাইতে সামরিক খাত ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধেই বেশীভাগ অর্থ ব্যয় করছে।

এখন পর্যন্ত ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশের কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তা নির্ধারিত হয়নি। তবে সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। এই অংক বিশাল মনে হলেও আমাদের সামর্থ্যের অতীত নয়।

একটি বড় যুক্তি

এই নয়টি দেশের খুব অল্পসংখ্যকই মৌলিক শিক্ষার বিষয়টিকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অথচ "সবার জন্যে শিক্ষা" অর্জন করতে হলে এটি করা প্রয়োজন। "সরকারের বাজেট বরাদ্দ পরিবর্তন করে মৌলিক শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করার পক্ষে একটি বড় যুক্তি রয়েছে"। অরডোনেজ বলেন, "এটি হলো, মৌলিক শিক্ষা অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে।

(ইউনিসেফ)